দৈনিক ইনকিলাব

039

0 2 FEB 1988
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 3 ... ...

শিক্ষাঙ্গন

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রায়োজনীয়তা

"স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যই সম্পদ।" এ কথাটি নির্মল সত্য। সুতরাং বলা যায়, স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে মন ভাল থাকে না। ফলে কাজ-কর্ম, পড়া-লেখা মোটকথা কোনকিছুই সুশৃঙ্খলভাবে বা সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায় না। এমনকি করার স্পৃহা পর্যন্ত থাকে না। তাই শিক্ষার সাথে শরীরের সুস্থতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষার উন্নতির মূলে রয়েছে শারীরিক সুস্থতা বা নির্মল মন-মানসিকতা। শরীর ভাল থাকলে মনে আনন্দ থাকে যার ফলে পড়া-লেখার প্রতিও যত্নবান হওয়া যায়। আর বাস্তব শিক্ষা বা শিক্ষার সুফল তখনি অর্জন করা যায় অনায়াসে। ভাল ছাত্র-ছাত্রী গড়ে তোলার পেছনে শারীরিক বা মানসিক সুস্থতা অনেকটা কাজ করে। সুতরাং শিক্ষা ক্ষেত্রে বা শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা লক্ষ্য করেছি, স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও আমাদের বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়গুলোতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো এবং এজন্য পরীক্ষার সময়সূচীতেও একটি বিষয় সংযুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের স্কুল জীবন বা সমাজ জীবন থেকে অনেক কিছুই আমরা বিলুপ্ত করে ফেলেছি। ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেছিলাম বা করছি তা সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে। কয়েক বছর আগেও আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রাদিও দেয়া হতো। এ ছাড়া ছাত্রদের মন প্রফুল্ল বা শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য খেলাধুলার প্রতি পর্যাপ্ত উৎসাহ দেয়া হতো।

কিন্তু বর্তমানে ছাত্রদের প্রবল ইচ্ছা বা আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সামান্যতম বিনোদন বা খেলাধুলা এমনকি বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানেরও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় না— মাত্র গোটাকয়েক স্কুল ব্যতীত। এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেয়া উচিৎ। একটি জাতির পরিচিতি বিশ্বে তুলে ধরার অন্যতম মাধ্যম হল— খেলাধুলা। ভাল ছাত্র এবং নিষ্ঠাবান নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ক) প্রত্যেক সরকারী বা বেসরকারী বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে অন্ততঃ তিন মাস অন্তর স্বাস্থ্য বিষয়ক পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র বিতরণ।

(খ) স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাপ্তাহিক রুটিনের সাথে একটি প্রিয়ড সংযুক্ত করা এবং সে সম্পর্কে বিস্তারিত পাঠদান করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(গ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বিস্তারিত পাঠ দান করা এবং উৎসাহিত করার জন্য মাঝে মধ্যে ক্লাসের পরিচ্ছন্নতার জন্য পুরস্কার প্রদান করা। আর এ মহৎ উদ্যোগটি টিফিন ঘন্টায় বা ক্লাস ছুটির পর নেয়া যেতে পারে।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগ উল্লেখিত সুপারিশসমূহ গভীরভাবে বিবেচনাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সচেষ্ট হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

—আহমাদ আলী